আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলার মাদারহুদা গ্রামে ২৯০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে স্থানীয় গ্রামবাসী।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে মাদারহুদা গ্রামের ঈদগাহ মাঠের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আটককৃতরা হলেন মাদারহুদা গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে হিরোন (২৬) এবং কেরামত আলীর ছেলে সবুজ হোসেন। স্থানীয়দের দাবি, তারা এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী।

জানা গেছে, সন্ধ্যার দিকে দুই যুবকের চলাফেরা সন্দেহজনক মনে হলে গ্রামবাসী তাদের আটক করে তল্লাশি চালায়। এসময় তাদের কাছ থেকে ২৯০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের আটকে রেখে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাদকসহ দুইজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৪০ (চল্লিশ) পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রয়ের নগদ টাকা উদ্ধারসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনপাড়ার বাসিন্দা রুবেল হোসেন (৩২)। তিনি আলমডাঙ্গা থানার ১০ মামলার আসামি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের এসআই (নিঃ) আলমগীর হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাত ৯টা ৩০ মিনিটে আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়াস্থ গণশৌচাগারের পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে রুবেল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেন আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা রেজাউল ইসলামের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় ১০টি মামলা রয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল জানান, উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ধৃত আসামির বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা নম্বর-০১, তারিখ-০১/০১/২০২৬ খ্রি., ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) ধারার সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ১১২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, মাদক বিক্রির নগদ ৪ হাজার ৯৪ টাকা এবং একটি মোবাইল ফোনসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার রাধিকাগঞ্জ পশুহাটের টোল আদায় ঘরের প্রধান ফটকের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

থানা সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হারদী অস্থায়ী ক্যাম্পের সদস্যরা যৌথ অভিযান চালান। এসময় কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে তৌফিক (২০) কে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য ট্যাবলেট ছাড়াও নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, “মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আটক আসামির বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।”

মাদকবিরোধী এই যৌথ অভিযানে স্থানীয় জনগণের মধ্যে স্বস্তি নেমে এসেছে বলে জানান থানা পুলিশ।

দর্শনায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ঈশ্বরচদ্রপুর গ্রামের সাগরকে (২৫) ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত সাগর দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আলমগীরের ছেলে।

জানাযায় গতকাল শুক্রবার (২১ জুন) রাত সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর স্কুল পাড়ায়। এ সময় দর্শনা থানার এসআই সোহেল রানা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ ৮০ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ সাগরকে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আসামী ও পলাতক আসামী রাজ্জাকের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ৪ হাজার পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ হাজার পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মনিরকে (২৪) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত মনির দর্শনা পৌরসভার দর্শনা বাসস্ট্যান্ড হাজী পাড়ার আবু বাক্কার ছেলে।

জানাযায় আজ মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএমের নেতৃত্বে, ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ, ফেরদৌস ওয়াহিদের সংবাদের ভিত্তিতে এস আই ওহিদুল ইসলাম, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মনিরকে গ্রেফতার করে। চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন জিন্নাতপুর টু মাখালডাঙ্গা মাঠের মধ্যে খোদাবক্সের জমির সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এ অভিযানে তার কাছ থেকে ৪ হাজার পিচ ট্যাপেনডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় মনিরের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা হয়েছে। আজ মনিরকে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনায় ৬ হাজার পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ

গ্রেফতার ২

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার পিচ নেশাজাতদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায় আজ শনিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় পরানপুর গ্রামের কফি হাউজ এন্ড ফাস্টফুড দোকানের সামনে।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই নীতিশ বিশ্বাস গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ একটি মটরসাইকেল কে ধাওয়া করে ধাওয়া করে দর্শনা সিএ্যান্ডবিপাড়ার লালু মুন্সির ছেলে পারভেজ (২০) ও দক্ষিণ চাঁদপুর হল্ট ষ্টেশন পাড়ার আব্দুল খালেকের ছেলে সাব্বির ইসলামকে
(১৯) গ্রেফতার করে।

পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে মটরসাইকেলে অভিনব কায়দায় লুকানো মটরসাইকেলের সিটের নিচে লুকানো ৬ হাজার পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে। ছয় হাজার পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটের বাজার মূল্য ৩ লক্ষ টাকা।

আজ তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক -১

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ নাঈম ইসলাম (২৫) নামের এক যুবকে আটক করেছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলার বাড়াদি পূূর্বপাড়ার স্কুলের সামনে থেকে তাকে আটক ও ট্যাপেন্টা উদ্ধার করে পুলিশ।

আটক নাঈম ইসলাম বাড়াদি ব্রীজপাড়ার সালাউদ্দিন আহমেদের ছেলে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে,আলমডাঙ্গার বাড়াদি পূর্বপাড়ার স্কুলের সামনে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে সংবাদ আসে। সংবাদের ভিত্তিতে থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথের নির্দেশে এসআই (নিঃ) আশিকুল হক, এএসআই (নিঃ) রওশন আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানবালে নাঈম ইসলামকে আটক করে পুলিশ।

এ সময় তার কাছ থেকে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫০ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

দর্শনায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজন আটক

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দর্শনা আশরাফুল ইসলাম ওরফে ডার্বিকে আটক করেছে।

গ্রেফতারকৃত আশরাফুল ইসলাম ডার্বি চুয়াডাঙ্গা সদর থানার দৌলৎদিয়াড়ের খোকন আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায় আজ রোববার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা’র নির্দেশে অভিযান চালায় দর্শনা- জীবননগর পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই সোহেল রানা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ইসলাম ওরফে ডার্বি (২১) কে গ্রেফতার করে। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ১ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় পুলিশ বাদি মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গার মুন্সীগঞ্জে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ যুবক আটক

আলমডাঙ্গার মুন্সীগঞ্জে ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ গড়চাপড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

আটকৃত মাদক ব্যবসায়ী হলেন- জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে দুদু (১৯)।

পুলিশ জানায়, উপজলার জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামের দুদু নামের এক যুবক দীর্ঘদিন মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি করছে। এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশের আইসি উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইউসুফ সঙ্গীয় ফোর্স মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মুন্সিগঞ্জ অঘোরনাথ মোড়ের ওয়াপদা নিকট থেকে গড়চাপড়া গ্রামের দুদুকে আটক করে পুলিশ। তার শরীর তল্লাশী করে ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করে। শুক্রবার রাতেই তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সংশ্লিষ্ট মামলায় কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠাবে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ যুবক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা পৌরশহরের রেল স্টেশনের নিকট থেকে ৬০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, পৌর এলাকার বাবুপাড়ার মৃত আকমল হোসেনের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (২৩), স্টেশন পাড়ার রেজাউল ইসলামের ছেলে রুবেল হোসেন (২৭)। আটকৃতদের আজ শুক্রবার কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার পৌর এলাকার রেল স্টেশন নিকট দুজন যুবক মাদক ব্যবসার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে থানাপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সাদ্দাম ও রুবেল নামের দু’যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাদের শরীর তল্লাশী করে পুলিশ ৬০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে।